Page - 5

দৈনিক ইত্তেফাক

শনিবার, ৯ ফাল্গুন ১৪২৬

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০

ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

সারা দেশের মতো গতকাল শুক্রবার ঢাকা ও এর আশপাশের জেলাগুলোতে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। জেলা ও উপজেলা শহরগুলোতে শহিদ মিনারে ভাষাশহিদদের প্রতি ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

গাজীপুর প্রতিনিধি জানান, শুক্রবার রাত ১২টা ১ মিনিটে একুশের প্রথম প্রহরে শহরের রাজবাড়ি মাঠ এলাকায় গাজীপুর কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে প্রথমে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন গাজীপুরের জেলা প্রশাসক এস এম তরিকুল ইসলাম। পরে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো. আনোয়ার হোসেন, গাজীপুরের পুলিশ সুপার শামসুজ্জামান, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, জেলা আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠন, ভাষাশহিদ বরকতের পরিবার, জেলা পরিষদ, গাজীপুর প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান এবং সর্বস্তরের জনতা শহিদবেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ভুয়েট, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নানা কর্মসূচি পালন করে।

Page-4

ভোরের কাগজ ঢাকা ■ শনিবার ■ ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মো. আব্দুল ওয়াহাবসহ অন্য পরিচালক, বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের নিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে

Page-4

রোববার ঢাকা ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০, ১০ ফাল্গুন ১৪২৬ বর্ষ ২০ সংখ্যা ৫৩ পৃষ্ঠা ৮ মূল্য ৩ টাকা

জনগণের মুখপত্র

ভোরের দর্পণ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বারি

বারি'তে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত

গাজীপুর প্রতিনিধি •

যথাযোগ্য মর্যাদা ও শান্ত আয়োজনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২০ উদযাপিত হয়েছে। একুশের প্রথম প্রহর রাত ১২:০১ মিনিটে বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওয়াব এর নেতৃত্বে পরিচালকবৃন্দ, বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক ও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ইনস্টিটিউটের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। মহান ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইনস্টিটিউটের সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক এবং বিভিন্ন সংগঠনের অংশগ্রহণে প্রভাত ফেরী। প্রভাত ফেরী শেষে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২০ উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান এবং আনন্দ শিশুকানন ও বিএআরআই উচ্চ বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের অংশগ্রহণে একুশের চেতনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলোচনা অনুষ্ঠানে বিএআরআই এর মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওয়াব এবং ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ, বারি বিজ্ঞানী সমিতি, বারি কর্মচারি সমিতি ও বারি শ্রমিক ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও দিনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাদ জোহর বিএআরআই কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফেরাত ও দেশের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

Page-3

দৈনিক
THE DAILY BANGLADESH KANTHA
মাটি ও মানুষের
বাংলাদেশ কণ্ঠ
bangladeshkantha.com
ঢাকা ॥ রোববার ॥ ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২০ইং ॥ ১০ ফাল্গুন ১৪২৬ বাংলা

বারি'তে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত

আব্দুর রহমান,গাজীপুর প্রতিনিধি : যথাযোগ্য মর্যাদা ও নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২০ উদযাপিত হয়েছে। শুক্রবার একুশের প্রথম প্রহর রাত ১২:০১ মিনিটে বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব এর নেতৃত্বে পরিচালকবৃন্দ, বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক ও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ইনস্টিটিউটের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়।

এরপর কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ভোর ০৬:২৯ মিনিটে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, ০৬:৩৫ মিনিটে মহান ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইনস্টিটিউটের সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক এবং বিভিন্ন সংগঠনের অংশগ্রহণে প্রভাত ফেরী। প্রভাত ফেরী শেষে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২০ উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান এবং আনন্দ শিতকানন ও বিএআরআই উচ্চ বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের অংশগ্রহণে একুশের চেতনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বিএআরআই এর মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব এবং ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ, বারি বিজ্ঞানী সমিতি, বারি কর্মচারি সমিতি ও বারি শ্রমিক ক্লাবের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও দিনের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বাদ জোহর বিএআরআই কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফেরাত ও দেশের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

Page

দৈনিক
করতোয়া
The Daily Karatoa
রোববার ১০ ফাল্গুন ১৪২৬ : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০
www.ekaratoa.com

ভাষা শহীদদের স্মরণে দেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন

গাজীপুর : যথাযোগ্য মর্যাদা ও নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২০ উদযাপিত হয়েছে। একুশের ঘন্টা হয় রাত ১২:০১ মিনিটে বারির মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব এর নেতৃত্বে পরিচালকবৃন্দ, বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, মিক ও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ইনস্টিটিউটের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবকে অর্পণ করার মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। মহান ভাষা আন্দোলনে শহীদদের তি ক্ষা জানিয়ে ইনস্টিটিউটের সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, মিক এবং বিভিন্ন সংগঠনের অংশগ্রহণে ভাত ফেরী। ভাত ফেরী শেষে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২০ উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান এবং আনন্দ শিক্ষালয় ও বিএআরআই উচ্চ বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের অংশগ্রহণে একুশের চেতনার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলোচনা অনুষ্ঠানে বিএআরআই এর মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব এবং ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ, বারি বিজ্ঞানী সমিতি, বারি কর্মচারি সমিতি ও বারি মিক ক্লাবের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

Page-3

দৈনিক বাংলাভূমি
bangla-bhumi.com
www.bangla-bhumi.com
রবিবার ▢ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয়েছে। একুশের প্রথম প্রহর রাত ১২:০১ মিনিটে বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব এর নেতৃত্বে পরিচালকবৃন্দ, বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক ও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ইনস্টিটিউটের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর কর্মসূচির মধ্যে ভোর ০৬:২৯ ঘটিকায় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, ০৬:৩৫ মিনিটে মহান ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইনস্টিটিউটের সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক এবং বিভিন্ন সংগঠনের অংশগ্রহণে প্রভাত ফেরী। প্রভাত ফেরী শেষে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান এবং আনন্দ শিক্ষানন ও বিএআরআই উচ্চ বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের অংশগ্রহণে একুশের চেতনার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

Page-18

dailyobserver

Dhaka, Sunday February 23, 2020

BARI celebrates Int'l Mother Language Day

Eduvista desk

Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) observes the 'Amar Ekushey', the Language Martyrs' Day and International Mother Language Day with profound respect and solemnity. Various programmes also chalked out marking the day.

The day's programmes started with placing wreaths at the Institute's Shaheed Minar to pay the homage to the martyrs at one minute past midnight which is led by BARI Director General Dr Md Abdul Wohab with other directors, scientists, officers, employees, workers and representative of various organizations. BARI scientists, officials, employees, workers, labours and representative of various organizations participated in a 'probhat ferry' paying homage to the language martyrs. A discussion meeting also held on 'Amar Ekushey', the Language Martyrs' Day and International Mother Language Day.

Page-14

SATURDAY | 22 FEBRUARY 2020 | DHAKA

TRUE AND IMPARTIAL

daily sun

13. Bangladesh Agricultural Research Institute.

দৈনিক সকালের সময়
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অগ্রপথিক
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০
৮ ফাল্গুন ১৪২৬
২৬ জমাদিউস সানি ১৪৪১
www.dailysokalersomoy.com
শুক্রবার

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)-এর চেয়ারম্যান অ্যামবাসেডর মো. ফজলুল করিম (বাম থেকে দ্বিতীয়) বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেছেন। এসময় বারি মহাপরিচালকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব (মঞ্চে)।

বিআইআইএসএস-এর চেয়ারম্যানের বারি পরিদর্শন

■ আবিদ হোসেন বুলবুল, গাজীপুর

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)-এর চেয়ারম্যান অ্যামবাসেডর মো. ফজলুল করিম বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেছেন। সকালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সদর দপ্তরের সামনে এসে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে বারি মহাপরিচালকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব। এরপর মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য তুলে ধরেন বারি'র উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) মো. হাবিবুর রহমান শেখ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মো. মিয়ারুদ্দীন, পরিচালক (উদ্যান তত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. আবেদা খাতুনসহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে তিনি হাইড্রোপনিক, টিস্যুকালচার ও আইপিএম ল্যাব এবং ফল ও ফুল গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করেন এবং ইনস্টিটিউটের বর্তমান কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

Page-6

দৈনিক
THE DAILY BANGLADESH KANTHA
মাটি ও মানুষের
বাংলাদেশ কণ্ঠ
bangladeshkantha.com
ঢাকা । শুক্রবার ঃ ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২০ইং । ০৮ ফাল্গুন ১৪২৬ বাংলা

বিআইআইএসএস-এর চেয়ারম্যানের বারি পরিদর্শন

আব্দুর রহমান,গাজীপুর প্রতিনিধি : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটিজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)-এর চেয়ারম্যান অ্যামবাসেডর মো. ফজলুল করিম গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেন।

সকালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সদর দপ্তরের সামনে এসে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে বারি মহাপরিচালকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব। এরপর মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য তুলে ধরেন বারি'র উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) মো. হাবিবুর রহমান শেখ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মো. মিয়ারুদ্দীন, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. আবেদা খাতুনসহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরে তিনি হাইড্রোপনিক, টিস্যুকালচার ও আইপিএম ল্যাব এবং ডাল ও ফুল গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করেন এবং ইনস্টিটিউটের বর্তমান কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

page - 3

ভোরের দর্পণ
শুক্রবার ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২
৮ ফাল্গুন ১৪২৬

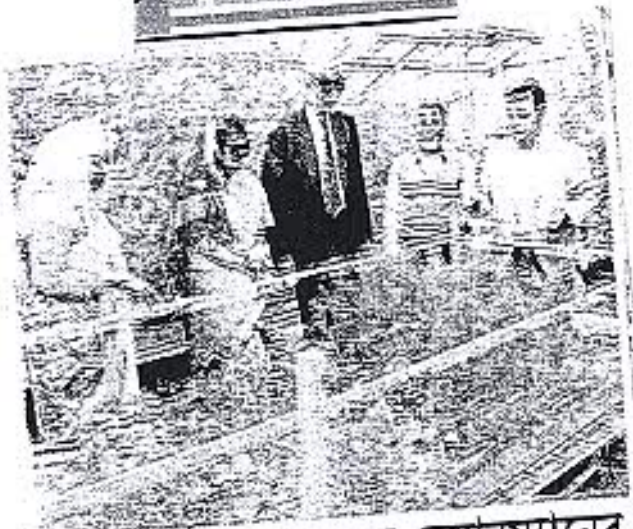

বিআইআইএসএস-এর চেয়ারম্যানের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন

গাজীপুর প্রতিনিধি •

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)-এর চেয়ারম্যান অ্যামবাসেডর মো. ফজলুল করিম গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেছেন। সকালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সদর দপ্তরের সামনে এসে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে বারি মহাপরিচালকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল হাফিজ। এরপর মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য তুলে ধরেন বারি'র উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) মো. হাবিবুর রহমান শেখ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মো. মিয়ারুদ্দীন, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. আবেদা খাতুনসহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে তিনি হাইড্রোপনিক, টিস্যুকালচার ও আইপিএম ল্যাব এবং ভার্স ও ফুল গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করেন এবং ইনস্টিটিউটের বর্তমান কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

Page-1

দৈনিক বাংলাভূমি
bangla-bhumi.com
www.bangla-bhumi.com
শুক্রবার ▫ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিআইআইএসএস-এর চেয়ারম্যানের বারি পরিদর্শন

স্টাফ রিপোর্টার ॥

গাজীপুর: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটিজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)-এর চেয়ারম্যান অ্যামবাসেডর মো. ফজলুল করিম বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেছেন। সকালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সদর দপ্তরের সামনে এসে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে বারি মহাপরিচালকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত ২-এর পাতায় দেখুন

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব। এরপর মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য তুলে ধরেন বারি'র উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) মো. হাবিবুর রহমান খেব, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মো. মিয়ারুদ্দীন, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. আবেদা খাতুনসহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরে তিনি হাইড্রোপনিক, টিস্যুকালচার ও আইপিএম ল্যাব এবং ভাল ও ফুল গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করেন এবং ইনস্টিটিউটের বর্তমান কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

page-5

THE ASIAN AGE

DHAKA FRIDAY FEBRUARY 21, 2020

Chairman of the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) Ambassador M. Fazlul Karim (2nd right) visiting hydroponics lab of Bangladesh Agricultural Research Institute on Thursday. -AA

BIISS Chairman visits BARI

▸ **Mahabub Alam,** *Gazipur*

Chairman of the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) Ambassador M. Fazlul Karim has visited Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) on Thursday.

BARI scientists and officers welcomed the guest at the time of his arrival in the institute. BARI Director General Dr. Md. Abdul Wohab gave a welcoming address at his conference room. Chief Scientific Officer of the Plant Physiology Division Dr. Dilwar Ahmed Choudhury gave brief PowerPoint presentation on the activities and achievements of the institute. BARI Director (Support & Services) Md. Habibur Rahman Sheikh, Director (Training and Communication Wing) Dr. Md. Miaruddin, Director (Horticulture Research Centre) Dr. Abeda Khatun, heads of the divisions, senior scientists, officers, among others were present on the occasion.

Later, the guest visited hydroponics lab, toxicology lab, IPM lab, and pulses research field, floriculture field and expressed his satisfaction by seeing the activities, advancement and achievements of BARI.

Page-4

21 February, 2020 Daily INDUSTRY

Gazipur: *Chairman of the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) Ambassador M. Fazlul Karim (2nd left) has visited Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) yesterday. At this time BARI Director General Dr. Md. Abdul Wohab (middle) gave a welcome address at his conference room.*

-Daily Industry

Page- ৭

দেশ রূপান্তর

শুক্রবার

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০, ৮ ফাল্গুন ১৪২৬, ২৬ জমাদিউল সানি ১৪৪১

বারি পরিদর্শন

গাজীপুর প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)-এর চেয়ারম্যান অ্যাডমেডর মো. ফজলুল করিম গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেছেন। বারি মহাপরিচালকের সভাকক্ষে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব প্রমুখ।

page-12

বৃহস্পতিবার ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০
৭ ফাল্গুন ১৪২৬
amar-sangbad.com

দৈনিক আমার সংবাদ
সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন

বারোমাসি আম বারি-১১

ড. মো. শরফ উদ্দিন ▶▶

বাংলাদেশ মৌসুমী ফলের দেশ। এ দেশে সারা বছরই নানা স্বাদের ও বর্ণের বিভিন্ন প্রকারের ফল জন্মায়। বিশেষ করে ফলের মৌসুমে দেশের সর্বত্রই শুধু দেখা যায় নানা রকমের ফল। আবার দেশের মোট উৎপাদিত ফলের ৬০ ভাগই বাজারে আসে মে-আগস্ট মাসে। অবশিষ্ট ৪০ ভাগ ফল বাকি আট মাসে বাজারে আসে। বর্তমানে এদেশে ৭০ প্রজাতির ফলের চাষাবাদ হচ্ছে। এসব ফলের মধ্যে আম এদেশের ছোট-বড় সকল শ্রেণির মানুষের কাছে সর্বাধিক পছন্দের একটি ফল। এটি বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় ফল এবং একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরি ফসল। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের অধীন ফল বিভাগ এ পর্যন্ত ৬৬ প্রজাতির ফলের ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং ৩৫ প্রজাতির ফলের ৮৫টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে শুধু আমেরই ১২টি উচ্চফলনশীল ও প্রতি বছর ফল প্রদানে সক্ষম জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। বারি উদ্ভাবিত আমের উচ্চফলনশীল জাতগুলো হলো– বারি আম-১, বারি আম-২, বারি আম-৩ (আম্রপলি), বারি আম-৪ (হাইব্রিড), বারি আম-৫, বারি আম-৬, বারি আম-৭, বারি আম-৮, বারি আম-৯, বারি আম-১০, বারি আম-১১ (বারোমাসি) এবং বারি আম-১২ (নাবী জাত)। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক ২০০ গ্রাম ফল খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে চাহিদার বিপরীতে ফলের প্রাপ্যতা হলো মাত্র ৭৮ গ্রাম। সাধারণত এ

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

দেশের মানুষ ফলের মৌসুমেই বেশি ফল খেয়ে থাকে। কারণ বছরের অন্যান্য সময় ফলের প্রাপ্যতা তত বেশি নয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যমতে, ২০১৮ সালে বাংলাদেশে প্রায় ৪১ হাজার ৬৭৬ হেক্টর জমিতে আমের চাষাবাদ হয় এবং মোট উৎপাদন ১২.৮৮ লাখ মেট্রিক টন। তবে অন্যান্য ফলদের তুলনায় অধিক লাভজনক হওয়ায় প্রতি বছরই সারা দেশে বাড়ছে আমের চাষ।

বিদ্যমান ফলের ঘাটতি মেটানো এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে প্রয়োজন উচ্চ ফলনশীল জাত, আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা ব্যবহার করে গুণগত মানসম্পন্ন আমের উৎপাদন খুব সহজেই বৃদ্ধি করা সম্ভব। ক্রমবর্ধমান এ চাহিদা মেটাতে আমের চাষাবাদও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ দেশে রয়েছে হাজারো আমের জাত। আমের জাত বাছাইয়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রতি বছর ফলন দেয় ও উচ্চফলনশীলতা। এ দেশের আমচাষিদের আম চাষাবাদে আগ্রহের কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পর্যায়ক্রমিক উচ্চফলনশীল বিভিন্ন জাত উদ্ভাবন করে চলেছে। আমের প্রধান গবেষণা হয় আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র (আম গবেষণা কেন্দ্র) চাঁপাইনবাবগঞ্জে। তবে বারি আম-১১ জাতটি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম হতে ২০১৫ সালে মুক্তায়িত হয়েছে। বারি উদ্ভাবিত জাতগুলোর মধ্যে শুধু বারি আম-১১ জাতটি বারোমাসি হিসেবে সারা দেশে ফলন দিচ্ছে। উদ্ভাবনের পর থেকে সারা দেশে এই জাতটির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। বারি আম-১১ জাতটির প্রথম বাণিজ্যিক বাগান করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) সোনায়মন, যিনি সোনাগাজী এগ্রো কমপ্লেক্সের স্বত্বাধিকারী। ছোট-বড় সব মিলিয়ে ২০০টি বারি আম-১১ জাতের মাতৃগাছ রয়েছে সেখানে। তার নিজ হাতে গড়ে তোলা আয়শা নার্সারী হতে তিনি এ পর্যন্ত বারি আম-১১ জাতের ৬০ লাখ টাকার কলম বিক্রি করেছেন। আম বিক্রি করেছেন আনুমানিক ১০ লাখ টাকার। তার এই নার্সারিতে একটি কলমের দাম পড়ে ৩০০-৫০০ টাকা। তারপরও মানুষের চাহিদা মেটাতে তিনি হিমশিম খাচ্ছেন। বারোমাসি বারি আম-১১ জাতটি চাষাবাদ করে লাভবান হচ্ছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুর উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের সেরাজুল ইসলাম। তিনি এক বিঘা জমিতে ২০০টি কলম লাগিয়েছিলেন। তা থেকে তিনি এই পর্যন্ত আয় করেছেন আট লাখ টাকা। এ ছাড়াও তিনি স্থানীয় নার্সারি মালিকদের কাছে চারা বিক্রি করে লাভবান হচ্ছেন। তিনি ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে প্রতি কেজি আম বিক্রি করেছেন ৩০০-৩৫০ টাকা করে। এ ছাড়াও সারা দেশের চাষিরা ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে এই জাতটির চারা লাগিয়েছেন যা থেকে আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যে ভালো আম উৎপাদন হবে বলে আশা করছেন আম গবেষকরা। বারোমাসি বারি আম-১১ এই জাতের আম থোকায় থোকায় ধরে। দেশে এই আমটিকে ঘিরে ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কেউ এই জাতের বাগান করে লাভবান হচ্ছেন আবার কেউ আমের কলম বিক্রি করে। আর চাষাবাদ পদ্ধতিও অন্যান্য জাতের মতোই। কলম লাগানোর পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যেই প্রথম মুকুল আসে তবে এই মুকুলগুলো ভেঙে ফেলাই উত্তম। এ দেশের যেকোনো জেলায়ই এই জাতটি ফলন দেবে। স্থানভেদে বছরে দুই-তিনবার ফলন পাওয়া যাবে। জাতটি উচ্চ ফলনশীল, ফলের আকার লম্বাটে, গড় ওজন ৩১৭ গ্রাম, কাঁচা অবস্থায় হালকা সবুজ ত্বক, পাকা অবস্থায় ত্বক হলুদাভ সবুজ। ফলটি লম্বায় ১১.৩ সেমি, প্রস্থ ৭.৯ সেমি এবং পুরুত্ব ৭.০ সেমি। আটির ওজন ২৫ গ্রাম, খোসার ওজন ৪১ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ শতকরা ৭৯ ভাগ। মিষ্টি স্বাদযুক্ত এবং টিএসএস ১৮.৫ শতাংশ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্র ও উপ-কেন্দ্র থেকে এই জাতটির মাতৃকলম সরবরাহ করা হচ্ছে। এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন নামকরা নার্সারিতে এই জাতটির কলম পাওয়া যাচ্ছে। এ দেশের মানুষ পছন্দের এই ফলটি বছরব্যাপী খেতে চেয়েছিল যা এই জাতটি উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই জাতটির বাণিজ্যিক চাষাবাদ যতদ্রুত অন্যান্য চাষিদের মাঝে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে, ততই বারোমাসি আমের উৎপাদন বাড়বে এবং মানুষের আশা ও ফলের চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে।

লেখক : উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

Page-4

শুক্রবার ঢাকা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০, ৮ ফাল্গুন ১৪২৬ বর্ষ ২০ সংখ্যা ৫২ পৃষ্ঠা ৮ মূল্য ৩ টাকা

জনগণের মুখপত্র

ভোরের দর্পণ

বারি আম-১১

আমের বারোমাসী সম্ভাবনাময় বাণিজ্যিক জাত

ড. মো. শরফ উদ্দিন

বাংলাদেশ মৌসুমী ফলের দেশ। এদেশে সারা বছরই নানা স্বাদের ও বর্ণের বিভিন্ন প্রকারের ফল জন্মায়। বিশেষ করে ফলের মৌসুমে দেশের সর্বত্রই শুধু দেখা যায় নানা রকমের ফল। আবার দেশের মোট উৎপাদিত ফলের ৬০ ভাগই বাজারে আসে মে-আগস্ট মাসে। অবশিষ্ট ৪০ ভাগ ফল বাকি আট মাসে বাজারে আসে। বর্তমানে এদেশে ৭০ প্রজাতির ফলের চাষাবাদ হচ্ছে। এসব ফলের মধ্যে আম এদেশের ছোট-বড় সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে সর্বাধিক পছন্দের একটি ফল। এটি বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় ফল এবং একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের অধীন ফল বিভাগ এ পর্যন্ত ৬৬ প্রজাতির ফলের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং ৩৫ প্রজাতির ফলের ৮৫টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র আমেরই ১২টি উচ্চফলনশীল ও প্রতি বছর ফল প্রদানে সক্ষম জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। বারি উদ্ভাবিত আমের উচ্চফলনশীল জাতগুলো হলো: বারি আম-১, বারি আম-২, বারি আম-৩ (অগ্রপালি), বারি আম-৪ (হাইব্রিড), বারি আম-৫, বারি আম-৬, বারি আম-৭, বারি আম-৮, বারি আম-৯, বারি আম-১০, বারি আম-১১ (বারোমাসী) এবং বারি আম-১২ (নাবী জাত)।

একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দৈনিক ২০০ গ্রাম ফল খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে চাহিদার বিপরীতে ফলের প্রাপ্যতা হলো মাত্র ৭৮ গ্রাম। সাধারণত এদেশের মানুষ ফলের মৌসুমেই বেশি ফল খেয়ে থাকে। কারণ বছরের অন্যান্য সময় ফলের প্রাপ্যতা ততো বেশি নয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর তথ্যমতে ২০১৮ সালে বাংলাদেশে প্রায় ৪১,৬৭৬ হেক্টর জমিতে আমের চাষাবাদ হয় এবং মোট উৎপাদন ১২.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন। তবে অন্যান্য ফসলের তুলনায় অধিক লাভজনক হওয়ায় প্রতি বছরই সারাদেশে বাড়ছে আমের চাষ।

বিদ্যমান ফলের ঘাটতি মেটানো এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে প্রয়োজন উচ্চ ফলনশীল জাত, আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা ব্যবহার করে গুণগত মানসম্পন্ন আমের উৎপাদন খুব সহজেই বৃদ্ধি করা সম্ভব ক্রমবর্ধমান এ চাহিদা মেটাতে আমের চাষাবাদও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদেশে রয়েছে হাজারো আমের জাত। আমের জাত বাছাইয়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রতি বছর ফলন দেয় ও উচ্চফলনশীলতা। এ দেশের আম চাষীদের আম চাষাবাদে অগ্রহের কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পর্যায়ক্রমিকভাবে উচ্চফলনশীল বিভিন্ন জাত উদ্ভাবন করে চলেছে। আমের প্রধান গবেষণা হয় আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র (আম গবেষণা কেন্দ্র) দাঁপাই নবাবগঞ্জে। তবে বারি আম-১১ জাতটি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম হতে ২০১৫ সালে মুক্তাইত হয়েছে। বারি উদ্ভাবিত জাতগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র বারি আম-১১ জাতটি বারোমাসী হিসেবে সারাদেশে ফলন দিচ্ছে। উদ্ভাবনের পর থেকে সারাদেশে এই জাতটির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে।

বারি আম-১১ জাতটির প্রথম বাণিজ্যিক বাগান করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) সোলায়মান, তিনি সেলাগাড়ী এগ্রো কমপ্লেক্সের স্বত্বাধিকারী। ছোট-বড় সবমিলিয়ে ২০০টি বারি আম-১১ জাতের মাতৃগাছ রয়েছে সেখানে। তার দিয়া হতে গড়ে তোলা আয়শা নার্সারী হতে তিনি এ পর্যন্ত বারি আম-১১ জাতের ৬০ লক্ষ টাকার কলম বিক্রি করেছেন। আম বিক্রি করেছেন আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকার। তার এই নার্সারীতে একটি কলমের দাম পড়ে ৩০০-৫০০ টাকা। তারপরও মানুষের চাহিদা মেটাতে তিনি হিমসিম খাচ্ছেন। বারোমাসী বারি আম-১১ জাতটি চাষাবাদ করে লাভবান হচ্ছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুর উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের সেরাজুল ইসলাম। তিনি এক বিঘা জমিতে ২০০টি কলম লাগিয়েছিলেন। তা থেকে তিনি এই পর্যন্ত আয় করেছেন ৮ লক্ষ টাকা। এছাড়াও তিনি স্থানীয় নার্সারী মালিকদের কাছে সায়ন বিক্রি করে লাভবান হচ্ছেন। তিনি ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে প্রতি কেজি আম বিক্রি করেছেন ৩০০-৩৫০ টাকা করে।

এছাড়াও সারাদেশের চাষীরা ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে এই জাতটির চারা লাগিয়েছেন যা থেকে আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে ভাল আম উৎপাদন হবে বলে আশা করছেন আম গবেষকরা।

বারোমাসী বারি আম-১১ এই জাতের আম থোকায় থোকায় ধরে। দেশে এই আমটিকে ঘিরে ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কেউ এই জাতের বাগান করে লাভবান হচ্ছেন আবার কেউ আমের কলম বিক্রি করে। আর চাষাবাদ পদ্ধতিও অন্যান্য জাতের মতোই। কলম লাগানোর ৫-৬ মাসের মধ্যেই প্রথম মুকুল আসে তবে এই মুকুলগুলো ভেঙ্গে ফেলাই উত্তম। এদেশের যেকোনো জেলাতেই এই জাতটি ফলন দিবে। স্থানভেদে বছরে ২/৩ বার ফলন পাওয়া যাবে। জাতটি উচ্চ ফলনশীল, ফলের আকার লম্বাটে, গড় ওজন ৩১৭ গ্রাম, কাঁচা অবস্থায় হালকা সবুজ ত্বক, পাকা অবস্থায় ত্বক হলুদাভ সবুজ। ফলটি লম্বায় ১১.৩ সেমি, প্রস্থ ৭.৯ সেমি এবং পুরুত্ব ৭.০ সেমি।

আটির ওজন ২৫ গ্রাম, খোসার ওজন ৪১ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ শতকরা ৭৯ ভাগ। মিষ্টি স্বাদযুক্ত এবং টিএসএস ১৮.৫%। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্র ও উপ-কেন্দ্র হতে এই জাতটির মাতৃফলন সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন নামকরা নার্সারীতে এই জাতটির কলম পাওয়া যাচ্ছে। এ দেশের মানুষ পছন্দের এই ফলটি বছরব্যাপী খেতে চেয়েছিল যা এই জাতটি উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই জাতটির বাণিজ্যিক চাষাবাদ যতদ্রুত অন্যান্য চাষীদের মাঝে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে, ততোই বারোমাসী আমের উৎপাদন বাড়বে এবং মানুষের আশা ও ফলের চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে।

লেখক: উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

page-14

কারও তাঁবেদারি করে না

মানবজমিন

রোববার ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২০, ২৩তম বর্ষ, সংখ্যা ০৯, ১০ই ফাল্গুন ১৪২৬, ২৮শে জমাদিউস সানি ১৪৪১

'উন্নত যন্ত্র কৃষিতে বিপ্লব ঘটাবে'

বগুড়া প্রতিনিধি: আলু বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের মাটি জলবায়ু আলু উৎপাদনের উপযোগী। বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিনদিন বাড়ছে বিপরীতে কমছে কৃষি জমি। অল্প জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন অল্প সময়ে বেশি পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন। এর জন্য ভালো বীজ-সার সেচ যথেষ্ট নয়, পাশাপাশি প্রয়োজন উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি। ইদানীং কৃষিতে নানা কারণে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শ্রমিকের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেজন্য কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার এখন সময়ের দাবি। শ্রমিক চাহিদার দিক বিবেচনা করেই বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ফার্ম মেশিনারি অ্যান্ড পোস্ট হারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট আলু চাষের যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে স্বল্প সময়ে অধিক জমিতে আলু রোপণ এবং উত্তোলন করতে পারবে কৃষকরা। বৃহস্পতিবার বগুড়ার শিবগঞ্জের কৃষকদের এই যন্ত্রের ব্যবহার নিয়ে মাঠ দিবস করে কন্দাল ফসল গবেষণা উপ-কেন্দ্র বগুড়া। মাঠ দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট (গবেষণা) ড. নাসরিন আক্তার। সভাপতিত্ব করেন ড. কন্দাল ফসল গবেষণা উপ-কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. জুলফিকার হায়দার প্রধান। বিশেষ অতিথি ছিলেন, সরজমিন গবেষণা বিভাগ বগুড়ার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. শহিদুর আলম, ফার্ম মেশিনারি অ্যান্ড পোস্ট হারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ গাজীপুরের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ এরশাদুল হক প্রমুখ।

এ সময় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এই যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বলেন, আলুর শীতকালীন ও স্বল্পমেয়াদি ফসল। অল্প সময়ের মধ্যে আলু রোপণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে এবং বাংলাদেশের কৃষকদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বিবেচনা করে এফএমপিই (ফার্ম মেশিনারি অ্যান্ড পোস্ট হারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং) বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আলুসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের কয়েকটি ধাপেই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছে। তারা আরো বলেন, কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা দিন দিন কমছে। ২০০২ সালে কৃষিতে ৫১.৭ শতাংশ শ্রমিক নিয়োজিত ছিল। সেই সংখ্যা কমে ২০১৮ সালে ৪০.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ১ হেক্টর জমির আলু যেখানে হাতে লাগাতে ৬৭ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয় সেখানে যন্ত্র দ্বারা লাগাতে মাত্র ৪ জন শ্রমিক লাগে। হাতে আলু লাগালে হেক্টরে খরচ হয় ১৬ হাজার ৯০০ টাকা। যন্ত্র দ্বারা আলু রোপণ করতে খরচ হয় হেক্টরপ্রতি মাত্র ৪ হাজার ৮০০ টাকা। যন্ত্র ব্যবহারে ৯৭% শ্রমিক ও ৬৭% আলু রোপণ খরচ কমে যায়। যে কৃষকের পাওয়ার টিলার রয়েছে তিনি মাত্র ৫৫ হাজার টাকা দিয়ে যন্ত্রটি কিনে ব্যবহার করতে পারেন। যন্ত্রটি চালাতে ঘণ্টায় মাত্র দেড় লিটার থেকে দুই লিটার ডিজেল লাগে। সোয়া ঘণ্টা সময় লাগে। যন্ত্রটি দিয়ে দিনে ৬ থেকে ৮ বিঘা জমিতে আলু রোপণ করা যেতে পারে। বারি আলু রোপণ আলুর উৎপাদন যন্ত্র রাজশাহী, বগুড়া, যশোর ও দেশের অন্যান্য এলাকায় গবেষণা মাঠে ও কৃষক মাঠে ব্যবহার শুরু করেছে। স্থানে চুক্তিভুক্ত যন্ত্র প্রস্তুতকারীরা ইতিমধ্যেই যন্ত্রগুলো তৈরি ও বাজারজাতকরণ শুরু করেছে। আবিষ্কৃত এই যন্ত্র কৃষিতে বিপ্লব ঘটাবে।

page-3

দৈনিক
সকালের সময়
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অগ্রপথিক
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০
১০ ফাল্গুন ১৪২৬
২৮ জমাদিউস সানি ১৪৪১
www.dailysokalersomoy.com
রোববার

খাগড়াছড়িতে বারি পেঁয়াজ-৫ এর মাঠ প্রদর্শনী

নুরুল আলম, খাগড়াছড়ি

পাহাড়ি এলাকায় গ্রীষ্মকালীন বারি পেঁয়াজ-৫ মাঠ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে খাগড়াছড়িতে। শনিবার সকালে খাগড়াছড়ি পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুপি রাশীদ আহমদ এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন, উপজাতীয় শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মসলা প্রকল্পের কনসালটেন্ট ড. মো. মহব্বত উল্ল্যাহ, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ সদস্য মংক্যচিং চৌধুরী, মংসুইপ্রু চৌধুরী অপু, আ.ত. আশুতোষ চাকমাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এতে অংশ নেয়। খাগড়াছড়ি পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নে উদ্ভাবিত বারি পেঁয়াজ-৫ এর মাঠ প্রদর্শনী শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি বলেন, পেঁয়াজের সংকট আটাতে উদ্ভাবিত বারি পেঁয়াজ-৫ কাজে লাগানো গেলে পাহাড়ে অর্থনৈতিক অর্জন সম্ভব। তাই সকলের সহযোগিতায় শুধু পেঁয়াজ নয় সব ধরনের সংকট মোকাবেলা সম্ভব। এ সময় তিনি আরো বলেন, নিজেদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে হলে উদ্ভাবিত পেঁয়াজ চাষাবাদকে কাজে লাগানো সম্ভব। এ জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা দেশ ও জনগণের উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। উদ্ভাবিত বারি পেঁয়াজ-৫ বছরে ৩ বার করা যাবে বলে জানান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মসলা প্রকল্পের কনসালটেন্ট ড. মো. মহব্বত উল্ল্যাহ।

page-5

দৈনিক
গণজাগরণ
স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে অগ্রযাত্রা
শুক্রবার
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০
৮ ফাল্গুন ১৪২৬
২৬ জামা: সানি: ১৪৪১

পাবনা : ঈশ্বরদীতে ডাল ফসলের আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তির উপর মাঠ দিবস।

page-৩

ল্যারি ২০২০ ● ৯ ফাল্গুন ১৪২৬
sportsjugantor@gmail.com
যুগান্তর

মাল্টার রাজত্ব খাগড়াছড়িতে

সমির মল্লিক, খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ির পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে সর্বপ্রথম বারি মাল্টা-১ অবমুক্ত করে। ২০০৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে অনুমোদন পায়। সুমিষ্ট উচ্চফলনদানকারী এ জাতের মাল্টা তিন পার্বত্য অঞ্চলসহ সমতল অঞ্চলের কৃষকরা চাষ করে নারুণ সফলতা পেয়েছেন। পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে এ জাতের মাল্টা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। লাভজনক ও ভালো ফলন হওয়ায় পাহাড়ে বাড়ছে মাল্টার আবাদ। অন্যান্য ফলের তুলনায় খাগড়াছড়ির সমতল ও ঢালু জমিতে মাল্টার আবাদ বাড়ছে। মাল্টা চাষ করে ভাবলম্বী হয়েছেন অনেক কৃষক। বাজারে প্রতি কেজি মাল্টা বিক্রি হয় ৭০ থেকে ৮০ টাকায়। চলতি বছরে খাগড়াছড়িতে ৩০৫ হেক্টর জমিতে মাল্টার আবাদ হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া ও ভালো পরিচর্যা নিলে প্রতি হেক্টরে প্রায় ১৫ টন মাল্টা উৎপাদন সম্ভব। চলতি বছরে মাল্টা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ৪ হাজার ৫৭৫ টন। প্রতি টন মাল্টার পাইকারি মূল্য প্রায় ৭০ হাজার টাকা। যার বাজার মূল্য প্রায় ৩২ কোটি ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

খাগড়াছড়ির জেলা সদরের কৃষি গবেষণা এলাকায় মাল্টার বাগান গড়ে তুলেছেন উষাতন চাকমা। প্রতি বছরই ভালো ফলন হচ্ছে। কৃষক উষাতন চাকমা জানান, 'গবেষণা কেন্দ্র থেকে ২শ' চারা নিয়ে মাল্টার বাগান করেছি। চারা লাগানোর ৩ বছরের মাথায় ফলন আসা শুরু হয়েছে। আমার চাষ করা অধিকাংশ মাল্টা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ব্যবসায়ী এসে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। চলতি মৌসুমে মাল্টা বিক্রি করে প্রায় দুই লাখ টাকা আয় করতে পারব।' উষাতন চাকমার মতো জেলার হাজারও কৃষক মাল্টার বাগান গড়ে তুলেছেন। খাগড়াছড়ির বিভিন্ন বাগান থেকে মাল্টা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন পাইকারী ব্যবসায়ীরা। এছাড়া জেলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ভ্যানে করে বিক্রি হচ্ছে মাল্টা। খাগড়াছড়ি পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সূত্রে জানা যায়, '২০০৩ সালে খাগড়াছড়ি পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে সর্বপ্রথম বারি মাল্টা-১ অবমুক্ত করা। বারি মাল্টা-১ নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চশীল জাতের। মাল্টা গাছ ছোট হলেও বেশ ঝোপালো হওয়ায় ফলন বেশি হয়। সেচ ব্যবস্থায় সারা বছর মাল্টার চারা রোপণ করা গেলেও বর্ষাকালে এটি বপনের উত্তম সময়। মাল্টার কলম চারা, পাতা, ফুল ও ফল আসার পর চারার নিয়মিত যত্ন নিতে হয়। রোপণের তিন থেকে চার বছরের মধ্যে মাল্টার ফলন পাওয়া যায়। পরিপক্ব মাল্টার মিষ্টতার পরিমাণ থাকে প্রায় ১২ শতাংশ পর্যন্ত হয়।